সংবাদ

15 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

রংপুর নর্দার্ন মেডিকেল কলেজের রেজিস্ট্রেশন বাতিল

প্রতিনিধি, রংপুর

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্তৃক রংপুর নর্দান প্রাইভেট মেডিকেল কলেজসহ ৩টি মেডিকেল কলেজের রেজিস্ট্রেশন সাময়িক স্থগিত করার আদেশ দেয়া নিয়ে নর্দান প্রাইভেট কলেজ শিক্ষার্থীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীরা দফায় দফায় কলেজের অধ্যক্ষকে ঘেরাও করেছে। জনরোষের আশঙ্কায় কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতিসহ কেউই কলেজ এলাকায় আসেনি। তবে শিক্ষার্থীদের দাবি আকস্মিক ঘোষণার মাধ্যমে ৪ শতাধিক শিক্ষা জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীরা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষকে অন্তত ৬ মাস সময় দিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানে সুযোগ দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে অধ্যক্ষ পর্ষদ সদস্যদের এলাকা ত্যাগ

সরজমিন রংপুর নগরীর ধাপ এলাকায় অবস্থিত নর্দান প্রাইভেট কলেজে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের তোপের মুখে রয়েছেন অধ্যক্ষ। শিক্ষার্থীরা কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্যদের হাজির করে কারন ব্যাখ্যা করার দাবি জানাতে থাকে। দুপুর ১টা পর্যন্ত পুরো কলেজে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়ে জানায় তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া না হলে কঠোর আন্দোলনে যাবার ঘোষনা দেয় তারা।

প্রায় এক যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত হয় নর্দান প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। এখানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকলেও পরিচালনা পর্ষদের দ্বন্দ্বের কারণে শিক্ষক সংকট এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতাল চালু না হওয়ায় এর আগেও একবার কলেজের রেজিস্ট্রেশন সাময়িক ভাবে বাতিল করা হয়। সে সময় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দেশের বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে কলেজের শিক্ষকের সংখ্যা ৬০ জন বলে দাবি করা হলেও বেশিরভাগ শিক্ষক অবসরে যাওয়া এবং শিক্ষকদের অনেকের নেই শিক্ষকতা সম্পর্কে বাস্তব কোন অভিজ্ঞাতা। তারপরও অনেক বিভাগে শিক্ষক নেই দীর্ঘদিন ধরে। ধার করা শিক্ষকদের নিয়ে চলে আসছে পাঠদান। তারপরও আবারো কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। এর পর ২শ বেডের হাসপাতাল স্থাপন করা হলেও তা এখনও কাগজ কলমের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিন তলা হাসপাতাল ভবনে বিভিন্ন বিভাগের সাইন বোর্ড লাগানো থাকলেও কোথাও কোন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী নেই। একটি মাত্র অপারেশন থিয়েটার থাকলেও সেখানেও অপারেশন করার মতো কোন পরিবেশ নেই। নেই হাসপাতালে আইসিওসহ কোন চিকিৎসা সুবিধা। ফলে শিক্ষার্থীরা শুধু মাত্র বই পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে পারলেও বাস্তবে তাদের কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারছেনা। নসাম প্রকাশে অনিশ্চুক কয়েকজন শিক্ষক জানান একটি মেডিকেল কলেজ পরিচালনা করতে শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরন একটি আড়াইশ বেডের হাসাপাতাল থাকার কথা থাকলেও এখানে কিছুই নেই। তার পরেও কলেজে প্রায় ৪শ শিক্ষার্থী আছে। যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে ডাক্তার হবার স্বপ্ন নিয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে। প্রথম বর্ষ থেকে ৫ম বর্ষের পরীক্ষার্থী কয়েকজন শিক্ষার্থী জানালো তারা শুধুই নামেই শিক্ষার্থী বিগত ৫ বছরে তারা কিছুই শিখতে পারেনি। সালমা নামে এক শিক্ষার্থী জানালো সে ৮ লাখ দিয়ে ভর্তি হয়েছে চলতি শিক্ষা বর্ষে। মোট ১৬ লাখ টাকা দিতে হবে। এছাড়াও প্রতি মাসে টিউশন ফি দিতে হয় ১০ হাজার টাকা। এতগুলো টাকা দেবার পরও তাদের ডাক্তার বানানোর নামে প্রতারণা করা হচ্ছে। একই অভিযোগ করলেন তৃতীয় বর্ষের দুই শিক্ষার্থী মমতাজ ও সালাম। তারপরও তারা বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষকে একটু সময় দিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। আকস্মিক সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি।

এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যাক্ষ অধ্যাপক ডা, খলিলুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান পত্রিকায় আর্ অনলাইনে তারা রেজিস্ট্রেশন বাতিল হবার খবর দেখেছেন। এখনও তারা লিখিত কোন নির্দেশনা পাননি। তিনি জানান ৫ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণ চলছে। অন্যদিকে কয়েকদিন পর এনাটমি বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে প্রথম বর্ষের পরীক্ষা চলছে এমনি অবস্থায় রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার আবেদন জানান। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন একটি মেডিকেল কলেজে পাঠদান করতে যা যা প্রয়োজন তা হয়তো নেই তারপরও কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলে দাবি করেন তিনি।